

হাওড়া পুরসভার সমন্বয় বৈঠকে সিইএসসি-সহ একাধিক সংস্থার

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ৮ সেপ্টেম্বর : হাওড়া পুরসভার সমন্বয় বৈঠকে সিইএসসি-সহ একাধিক সংস্থা, পুজোর আগেই বেশ কিছু ব্যবস্থার নির্দেশ। দুর্গাপুজোর আগেই শহরের বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ পরিকাঠামোকে আরও নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল করতে উদ্যোগী হল হাওড়া পুরসভা। উৎসবের মরশুমে বিদ্যুৎজনিত দুর্ঘটনা কিংবা তারের জট থেকে যাতে কোনওরকম বিপত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে বৈঠক করল পুরসভা। পুরসভা কমিশনার তেজস্বী রানা-র নেতৃত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে CESC, WB-SEDCল এবং কেবল ও ইন্টারনেট পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা তারের জট, দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার না হওয়া কেবল এবং অনুমোদনহীন তার নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পুরসভা সূত্রে খবর, রাস্তার উপর কিংবা বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর আশপাশে থাকা অপ্রয়োজনীয় তার চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে সরিয়ে ফেলার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।

নামখানার দুস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের হাতে বৃত্তি



, নামখানা, ৮ সেপ্টেম্বর : সুন্দরবনের নামখানার দুস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াল ঢাকারিয়ার ‘মানসী ডা হিলিং টাচ’। সংস্থার পক্ষ থেকে নামখানায় আয়োজিত হল বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে এলাকার একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থেকে পড়ুয়াদের উৎসাহিত করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক প্রময় ধর, শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক তাপসকান্তি করণ, শিবানি মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক পলকরঞ্জন দাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে দুস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেওয়া হয়।প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে ৬,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পড়ামোনার ক্ষেত্রে এই আর্থিক সহযোগিতা তাদের আগামী দিনের পথচলায় কিছুটা হলেও সহায়ক হবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। অনুষ্ঠানে বক্তারা ছাত্রছাত্রীদের নন দিয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার অধিকারিকের পিছিয়ে থাকা মেধাবী পড়ুয়াদের শিক্ষার সুযোগ আরও সুগম করতে এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। আগামী দিনেও সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে থেকে শিক্ষা ও মানবিকতার প্রসারে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয় সংস্থার পক্ষ থেকে।

পুজোয় আমিষ খাবেন না’! বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের কংগ্রেসের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোয় বাঙালির আমিষ খাওয়ার বিবোধিতা করে মন্তব্য করার অভিযোগে ধর্মগুরু বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করল কংগ্রেস। সমস্তটি লিঙ্গুয়ায় একটি দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুজোর নয় দিন সকলকে নিরামিষ খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছিলেন তিনি। একই সঙ্গে দুর্গাপুজোর সময় মণ্ডপের আশপাশে মদ-মাংসের দোকান বন্ধ রাখার পক্ষেও সওয়াল করেন সেই অভিযোগ। তার এই মন্তব্য খিঁচইে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কংগ্রেসের

শহর ও শহরতলী স্থিতিশীল না করে রেফার নয়! রোগী ভোগান্তি কমাতে একগুচ্ছ নির্দেশ স্বাস্থ্যদপ্তরের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : গুরুতর অসুস্থ রোগী হাসপাতালে এসেই অনাড়র রেফার করে দেওয়ার প্রবণতা বদলাতে হবে। প্রথমে রোগীকে স্থিতিশীল করার ব্যবস্থা করতে হবে, তার পর প্রয়োজন হলে অন্য হাসপাতালে পাঠানো যেতে পারে। ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটগুলির পরিকাঠামো, পরিষেবা এবং ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখে এমনই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্যদপ্তর। নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, কোনও গুরুতর অসুস্থ রোগী হাসপাতালে এলে তাকে যথাযথ চিকিৎসা দিয়ে প্রাথমিকভাবে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করতে হবে। তারপরও যদি উন্নত চিকিসাির প্রয়োজন হয়, তবেই তাকে অন্যত্র রেফার করা যাবে। তবে রোগীকে অন্য হাসপাতালে পাঠানোর সিদ্ধান্ত চিকিৎসক বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছেমতো নিতে পারবেন না। রেফারের আগে বিষয়টি হাসপাতালের ডেপুটি সুপার অথবা সরকারী সুপারকে জানাতে হবে। এরপর ডেপুটি সুপার স্বাস্থ্যভবনের ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। যে হাসপাতালে রোগীকে পাঠানো হবে, সেখানে আদৌ ক্রিটিক্যাল কেয়ার বেড খালি রয়েছে কি না, তা আগে নিশ্চিত করতে হবে।

অর্থা শুধুমাত্র অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করা যাবে না। রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় বেড ও চিকিসা পরিষেবা নিশ্চিত করেই তাকে রেফার করতে হবে। তবে কোনও রোগীর পরিবার যদি নিজেদের উদ্যোগে রোগীকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে চান, সেক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। স্বাস্থ্যদপ্তরের এই নির্দেশের পিছনে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কোন সরকারি হাসপাতালে

কতগুলি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট রয়েছে, সেগুলির পরিকাঠামো কতটা কার্যকর এবং বাস্তবে কতটা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে, তার বিস্তারিত তথ্য আপলোড করতে হয় ক্রিটিক্যাল কেয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বা সিসিএমআইএস পোর্টালে। সম্প্রতি স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে সেই তথ্য খতিয়ে দেখা হয়েছে। গত ১৬ আগস্ট রাজ্যের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যস্তরে একটি বৈঠকও হয়। সেই আলোচনায় দেখা যায়, একাধিক করে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, সেগুলিকেও দ্রুত প্রস্তুত করে হস্তান্তর করতে পারা যায়, একাধিক সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেলেও সেগুলি এখনও



পুরোপুরি চালু হয়নি। ফলে পরিকাঠামো তৈরি থাকার পরও তার সুবিধা পাচ্ছেন না গুরুতর অসুস্থ রোগীরা। এই তালিকায় রয়েছে বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, ফ্রেজারগঞ্জ হেলথ সেং টার, চন্দননগর মহকুমা হাসপাতাল, সাগরদিঘি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল, বেলদা-ডেবরা ও শালবানী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, আমতলা টিসিইউ এবং মেট্রায়াকুরজ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। সংশ্লিষ্ট জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিকদের

দ্রুত পদক্ষেপ করে এই ইউনিটগুলি চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৬০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে একসপ্তিকে কার্যকর করা হবে সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তর। ইউনিট চালু হওয়ার পর তার যাবতীয় তথ্য সিসিএমআইএস পোর্টালে আপডেট করতে হবে। শুধু নির্মিত ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট চালু করাই নয়, যেসব হাসপাতালে হাইব্রিড সিিইউ তৈরি হলেও এখনও তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি, সেগুলিকেও দ্রুত প্রস্তুত করে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে ফালাকাটা, ওন্দা, পুকুলিয়া ও গোপালপুর সুপার স্পেশালিটি

করা হয়েছে। অ্যানায়েশ্ছিওলজির ক্ষেত্রে এমডি অথবা ডিএনবি ইন অ্যানায়েশ্ছিওলজি ডিগ্রিধারী চিকিৎসক প্রয়োজন। একইভাবে মেডিসিন, পালমোনারি মেডিসিন এবং এমার্জেন্সি মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকদেরও এমডি অথবা ডিএনবি ডিগ্রিধারী হতে হবে। এই যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকদের আইসিইউ স্পেশালিস্ট হিসেবে গণ্য করা হবে। ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তরের। আইসিইউতে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা হওয়ায় সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে প্রতিটি হাসপাতালের ইনফেকশন কন্ট্রোল নার্সকে সিসিইউগুলিতে নিয়মিত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইউনিটে সংক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি না, কোথাও কোনও সমস্যা তৈরি হয়েছে কি না, তা নিয়মিত নজরে রাখতে হবে।

এর পাশাপাশি প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে প্রতি সপ্তাহে রিভিউ মিথি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে ইউনিটের কার্যকারিতা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি, পরিকাঠামো, বেডের ব্যবহার, রোগী পরিষেবা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে। স্বাস্থ্যদপ্তরের লক্ষ্য, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিষেবাকে আরও কার্যকর করে তোলা এবং গুরুতর অসুস্থ রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ বাড়ানো। একই সঙ্গে অকারণে রোগী রেফার না করে প্রথমে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালেই তাকে স্থিতিশীল করার মাশমিকতা তৈরি করাই এই নতুন নির্দেশিকার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

জয়নগর মিত্রগঞ্জ হাটে বেআইনি দোকানে ঝুলল তালা

উচ্ছল বন্দোপাধ্যায়, জয়নগর,৮ সেপ্টেম্বর : জয়নগর মজিলপুর পৌরসভায় নিয়ন্ত্রণাধীন ঐতিহ্যবাহী জয়নগর মিত্রগঞ্জ হাটে বেআইনি ভাবে পাকাপোক্ত দোকানঘর তৈরির অভিযোগকে ঘিরে তৎপর হল পৌরসভা। মঙ্গলবার দুপুরে পৌরসভার পক্ষ থেকে হাটে অভিযান চালিয়ে এক ব্যবসায়ীর দোকানে তালা ঝোলানো হয়। পাশাপাশি আরও কয়েকটি দোকান বেআইনি ভাবে ঘিরে নেওয়ার অভিযোগে সেগুলি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিত্রগঞ্জ হাট বহু প্রাচীন একটি হাট। প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও শুক্রবার এখানে হাট বসে। অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে হাটের নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে কিছু ব্যবসায়ী অস্থায়ী কাঁচা দোকানঘরকে সড়ির আগিয়ে আধুনিক ডেকোরেশন করে কার্যত পাকাপোক্ত দোকানে পরিণত করছেন। শুধু হাট বসার দিন নয়, সপ্তাহের অন্যান্য দিনেও এই দোকানগুলিতে ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ। এর ফলে হাটের স্বাভাবিক পরিবেশ ও ঐতিহ্য হাট হচ্ছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

বিপুল অক্ষের অর্থের উৎস এবং গন্তব্য সম্পর্কে নাদিমুল হককে একাধিক প্রশ্ন করা হয়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : তৃণমূলের রাজসভার সাংসদের বাড়ি ও অফিস থেকে বেরিয়ে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তদন্তকারী সন্ত্রাস সূত্রে দাবি, একটি উর্দু সংবাদপত্রের অধিনায়েক সামনে রেখে তৃণমূলের নামে সকল থেকে স্ক্রু হওয়া অভিান শেষ

করে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ডটা নাগাদ সাংসদের বাড়ি ও অফিস থেকে বেরিয়ে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তদন্তকারী সন্ত্রাস সূত্রে দাবি, একটি উর্দু সংবাদপত্রের অধিনায়েক সামনে রেখে তৃণমূলের নামে সকল থেকে স্ক্রু হওয়া অভিান শেষ

অভিযোগের তদন্তে নেমে প্রায় ৬০ কোটি টাকার গরমিলের সন্ধান মিলেছে। সেই বিপুল অক্ষের টাকা কোথা থেকে এল, কোন কোন আ্যাকাউন্টে তার লেনদেন হয়েছে এবং ওই অর্থ হাওয়ালার মাধ্যমে ঘুরেছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

ডেস্টিনি লজিস্টিকস অ্যান্ড ইনফ্রা লিমিটেড

CIN: L63090WB2011PLC165520

নিবন্ধিত কার্যালয়: ৩৭৫, দক্ষিণদুর্গা রোড, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪৮, ভারত
ফোন: ০৩৩-৪০০৮৭৪৬৩, ই-মেইল: info@destinyinfra.in , ওয়েবসাইট: www.destinyinfra.in

১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ‘ডেস্টিনি লজিস্টিকস অ্যান্ড ইনফ্রা লিমিটেড’-এর সদস্যদের ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ২০২৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর, সুব্বার বিকেল ৩.০০গণ (IST) ডিডিও কনফারেন্সি (VC) বা অনলা অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (OAVM) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি ‘কোম্পানি আইন, ২০১৩’ (আইন)-এর বিধানাবলি এবং সেবি (SEBI)-র প্রাসঙ্গিক সাক্ষরার ও এমএফ (MCA)-র সাক্ষরার নং ২০২২০৭ (অধিগৃহীত এই মন, ২০২৩), ১০২০২২ (অধিগৃহীত ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২) ও ০৯১২০২৩ (অধিগৃহীত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩)-এর নিয়মাদি মেনে আয়োজিত করা হচ্ছে। সভার ডিডিও কনফারেন্সি (VC) বা অনলা অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (OAVM) সাহায্যে এই বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সভার সোয়াম (quorum) বা ন্যূনতম সংসা-উপস্থিতি গণনার ক্ষেত্রে ডিডিও কনফারেন্সি বা অনলা অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে মাঝে মাঝে উপস্থিতিসহ গণ্য করা হবে। প্রাসঙ্গিক সাক্ষরারসমূহ মেনে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন-বার ময়ে ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের দীর্ঘিকৃত আর্থিক বিবরণী এবং তৎকালীন পর্যালোচনা পর্দা ও দীর্ঘিকবদের প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-শুধুমাত্র সেখানে সোহায়েগুদানের কাছে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-ইন্টেল মাধ্যমে) পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-ইন্টেল টিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে নথিভুক্ত আছে তবে কোনো সংসা যদি এর মূল্যে বা দিগ্ধিকাল কপি চেয়ে অনুমোদন করে থাকেন, সেক্ষেত্রে তা ভিত্তিভাবে বিবেচনা করা হবে। উপস্থিতি নথিধারণগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.des-tyinfra.in), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (যেমন- ইন্ডিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জ) এবং সিডিএলস (CDSL)-এর ওয়েবসাইটেও (যা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিসাই ই-ভোটিং সুবিধা ও ই-ভোটিং বস্তু প্রদানকারী সংস্থা ওয়েবকন্ট্রোলwww.evotingindia.com) পাওয়া যাবে।

এদের সমসা ডিগ্ধিকাল বা উেত আকারে শেয়ার ধারণ করবেন এবং কোম্পানির কাছে তাদের ই-ইন্টেল টিকানা নথিভুক্ত করবেন, তারা প্রয়োজনীয় তথ্য-মেমো ফোলিও নম্বর, সোহায়েগুদানের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের নাম করা কপি (মাসনের ও পাসবের আশ), পান (পান কার্ডে হ-প্রস্ততিত স্থান কপি) এবং আধার (আধার কার্ডে হ-প্রস্ততিত স্থান কপি)-কোম্পানি অথবা তাদের আর্থিক (RTA)-এরো কানিও হস্পাটে সার্টিফে লিমিটেড’-এর ই-ইন্টেল আউডি cameo@cameoindia.com-এ পাঠিয়ে এজিএম (AGM)-এর সোলি, সার্টিফ প্রট্রিভনে এককোষা ডিগ্ধিএজিএম (VCOAVM) সুবিধায় মাধ্যমে এজিএম-এ হোয়ালায়ের স্ক্রীন পরিদর্শন (ই-ভোটিং সহ) সহজ করতে পারবেন।মেমো সংসা তাদের ই-ইন্টেল টিকানা এবং মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করবেন, তাদের মনুরো করা হচ্ছে-ডিডটি (demat) আকারে শেয়ার ধরনের ক্ষেত্রে ডিপোজিটর পাটিপ্যাকটি (DP)-এর সাথে যোগাযোগ করে তথ্য যাচাই বা আপডেট করতে এবং দিগ্ধিকাল আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুমোদন করে হচ্ছে রেকিষ্ট্রার আদে শেয়ার ট্রান্সফার এক্টে অথবা কোম্পানির কাছে এই তথ্য আপডেট করতে। সেই (লিগিষ্ট বহুগুদানের আদে ডিপোজিটরির বিকোয়ারকোটা) রেকুইরেন্স, ২০১৫ (লিগিষ্ট রেকুইরেন্স)-এর ৪২ নম্বর প্রধিান এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধার অনুযায়ী, কোম্পানির এজিএম (AGM) আয়োজনে উদ্যোগে কোম্পানির সদস্যদের রেকিষ্ট্রার এবং সোহার ইন্ডার সক্রেন্ড নথি’-এর সন্মারে নম্বর, সুব্বার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে সুব্বার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত (উত্তা ভারত) বন্ধ থাকবে।লিগিট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি পরিদর্শন, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকাল ৮.০০টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকালে ৫.০০টায় শেষ হবে।

এই সমারের মধ্যে, সুব্বার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের ‘কট-অফ ওট’ বা ‘বোর্ড ওট’-এ দিগ্ধিকাল বা ডিমেন্টেরিয়ালিইজড-মেমোনা আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। এরপর সিডিএমএর কর্তৃক ই-ভোটিং মিউলটিপ্লে ভোট প্রদানের জন্য সার্টিফ কসে দেয়া হবে। কোনো প্রান্তিকের resolution (resolition) এর পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি উদ্দেশ্যে করা হবে। পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করা প্রয়ো্য থাকবে না।

মেমো সংসা এজিএম-এর আসেই রিসাই ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটি দিয়েছেন, তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে তারা মনুরো ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না। মেমো সংসা ডিগ্ধি (VC)ওএজিএম (OAVM) সুবিধায় মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) উপস্থিত আসছেন এবং যারা মনুবর্তী ই-ভোটিং (remote-e-voting)-এর মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেননি-অথবা যাদের ভোট প্রদানে অন্য কোনো বিবিনিয়েশ নেই-তারা সভার লোকালীন উপস্থান ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

ডিমেন্টেরিয়ালিইজড (dematerialized) বা দিগ্ধিকাল (physical) মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যাদের ই-ইন্টেল টিকানা নিবন্ধিত নন-এরন সদস্যদের মনুবর্তী ই-ভোটিং (remote-e-voting)-এর পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি উদ্দেশ্যে করা হবে। এ সক্রেন্ড নিগ্ধিকারিত ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.destinyinfra.in-এ এবং আর্থিক (RTA)-এর ওয়েবসাইটে (cameo@cameoindia.com) ও সিডিএসএল (CDSL)-এর ওয়েবসাইটে www.evot-ting.cdsl.com-এ পাওয়া যাবে।বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ বা ই-ভোটিং বস্তু প্রদানের ক্ষেত্রে ভোটিং সোলো স্প্রা বা সমসা থাকবে, আদিনি www.evoting.cdsl.com-এর (help) সেকশনে থাকা ‘ডিগ্ধিকারিত প্রস্নাবী’ (FAQs) ও ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা helpdes.cd-evot-ing@cdslindia.com টিকায় ই-ইন্টেল করতে পারেন।

স্থানঃ কলকাতা	স্বাক্ষর :-
তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৬	রিজি সারি সাউ
	কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Civil/H.Q.) KMC invites online percentage rate e-tender two in bid system for following work :-	
NIT No. : KMC/DG/C/EE(C/HQ)/2025/2026-27, Dated - 08.09.2026	
Name of the work : Renovation of room no. 206 and installation of new furniture allotted for chamber of J.T. Municipal Commissioner, 2nd floor of C.M.O. Building. Estimated Cost: ₹ 2,99,688.00. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 15 Days. Last date and time of submission of Bid: 19.09.2026 - 11 a.m. The bid forms and other details are available on and from 11.09.2026 - 11 a.m. from the website: https://tender.wb.nic.in.	
The Executive Engineer (C) / Uttaran Services, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for following works :-	
(1) NIT No. : KMC/US/HQ/IX/26-27/35 (1st Call)	
Name of the work: Cleaning and washing of pay and use toilets at different places in Borough-IX under KMC. Estimated Cost (including CESS): ₹ 1,59,584.04. Earnest Money : ₹ 3,500.00.	
(2) NIT No. : KMC/US/HQ/IX/26-27/36 (1st Call)	
Name of the work: Repairing of pay and use toilet with other ancillary work at different places in Borough-IX under KMC. Estimated Amount (including GST & CESS): ₹ 2,83,586.36. Earnest Money: ₹ 5,700.00. Period of Completion: 120 Days (for Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: 22.09.2026 upto 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2). Bid opening date and time for technical proposals: 24.09.2026 at 11.30 a.m. (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 11.09.2026 - 5 p.m (for Sl. No. 1 & 2). The website: https://wbtdender.gov.in & https://www.kmcgov.in (for Sl. No. 1 & 2).	
The Chief Engineer (M) / EWS invites e-tender for the under mentioned works :-	
(1) NIT No. : KMC-EWS09PMDC-26-27	
Name of the work: Manufacturing, supply and delivery of special type of cutter and allied works at EWS. Estimated Cost: ₹ Quotation. Earnest Money: ₹ 2% of quoted amount. Period of Completion : 10 Days.	
(2) NIT No. : KMC-EWS04MLTN-26-27 (3rd Call)	
Name of the work: Cleaning and servicing of workers toilets at different shops under EWS. Estimated Cost: ₹ 2,79,909.00. Earnest Money: ₹ 5,600.00. Period of Completion : 180 Days.	
(3) NIT No. : KMC-EWS03PM-26-27	
Name of the work : Manufacturing, delivery and supply of different type miscellaneous items with allied works at carpentry shop under EWS. Estimated Cost: ₹ Quotation. Earnest Money: ₹ 2% of quoted amount. Period of Completion: 10 Days. Last date and time of submission of Bid (online): 16.09.2026 - 3 p.m. (for Sl. No. 1 to 3). Tender opening date and time: 18.09.2026 - 3.30 p.m. (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from 08.09.2026 - 5.30 p.m (for Sl. No. 1 to 3). The website: https://wbtdender.gov.in (for Sl. No. 1 to 3).	
The Executive Engineer (Civil) (Parks & Sqaures), KMC invites quotation online percentage rate in two bid system for the following works:	
(1) NIT No. : KMC/EE_PS/VOLUN/BR5/26-27 (1st Call)	
Name of the work: Deployment of volunteers with allied arrangement at Baja Kadamtala Ghat, Judges Ghat, Doi Ghat, Rani Rashmoni Ghat during immersion days of Durga Puja, Laxmi Puja, Kali Puja, Chhat Puja & Jagat Dhatri Puja 2026. Estimated Cost: Quotation invited. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 45 Days.	
(2) NIT No. : KMC/DCE_PS//IMAYER/26-27 (1st Call)	
Name of the work: Deployment of labour for cleaning of Immersion Ghat including making temporary vats at Mayer Ghat & Dilerjang Ghat in BR-I (2026). Estimated Cost: ₹ 1,77,521.10. Earnest Money: ₹ 3,600.00. Period of Completion: 45 Days.	
(3) NIT No. : KMC/DCE_PS//IBAGH/26-27 (1st Call)	
Name of the work: Deployment of labour for cleaning of Immersion Ghat including making temporary vats at Bagbazar Ghat in BR-I (2026). Estimated Cost: ₹ 1,59,124.49. Earnest Money: ₹ 3,200.00. Period of Completion: 45 Days.	
(4) NIT No. : KMC/DCE_PS//SARBA/26-27 (1st Call)	
Name of the work: Deployment of labour for cleaning of Immersion Ghat including making temporary vats at Sarbamangala Ghat in BR-I (2026). Estimated Cost: ₹ 1,58,590.94. Earnest Money: ₹ 3,200.00. Period of Completion: 45 Days. Last date and time of submission of Bid: 16.09.2026	
CORRIGENDUM	
NIT No. KMC/WS/TPS/21/2026-2027. Published in this newspaper on 28.08.2026 (Key No. 414/26-27) of Water Supply (TPS) Department. Last date of submission of bid will be read as 19.09.2026 upto 2 p.m. instead of 10.09.2026 upto 2 p.m.	

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৭৯ সংখ্যা, বুধবার, ২২ ভাদ্র, ১৪৩৩

বাংলা ছবির প্লেব্যাক

পঙ্কজ মল্লিককে জড়িয়ে ধরে নীতীন বসু বললেন, পেয়েছি রে পঙ্কজ পেয়েছি! সিনেমায প্লে-ব্যাক আজকের মত সহজ, সাধারণ বিষয় নয়। বিখ্যাত বাঙালি উদ্যোগপতি ‘কুন্তলীন’ ‘দেলখোদা’ ‘তাম্বুলীন’ খ্যাত এইচ বোসের পুত্র ‘ভাগ্যচক্র’ ছবির পরিচালক নীতীন বসুকে সকাল সকাল স্টুডিয়োগে যেতে হয়, পঙ্কজ মল্লিক তাঁর গাড়িতেই যেতেন। সেদিনও নীতীন বসু এসে পড়েছেন, পঙ্কজ মল্লিক তৈরি হচ্ছেন।পাশের বাড়িতে নামকরা ইংরেজি ছায়াছবির গানের রেকর্ড বাজছে। পঙ্কজ মল্লিক ও গলা মিলিয়ে গেলে যাবেন। শুনতে পেলেন না পুতুলদা (নীতীন বসু) পঙ্কজ পঙ্কজ বলে ডাকছেন। শেষ পর্যন্ত বাবার তড়ায় তাড়াহুড়া করে নেমে আসতে দেখলেন নীতীন বসু গম্ভীর মুখে আছেন। পঙ্কজ মল্লিক আমতা আমতা করে শুধু বললেন পুতুলদা কিছু মনে করবেন না,একটা ইংরেজি গানের রেকর্ড বাজছিল তিনি ওই গানে মেতে উঠেছিলেন। তবু তিনি নিরুশ্তর, সিগারেট টানছেন। চৌরঙ্গীতে গাড়ি আসতেই নীতীন বসু গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাতে চলে গেলেন, ভাইকে বললেন, মিডজিয়ামের কাছে অপেক্ষা করতে। কিছু পরে ফিরলেন হাতে কয়েকটি ইংরেজি ম্যাগাজিন। গাড়ি স্টুডিয়োগে পৌঁছতেই দুজনই নিজের কাজে মগ্ন। কিছু পরেই পুতুলদা লোক দিয়ে পঙ্কজ মল্লিককে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তাঁর মাথায় একটা আইডিয়া ঘুরছে বলে গ্রামোফোনে একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিলেন। বেজে উঠল pagan love song, সঙ্গে সঙ্গে পুতুলদার আদেশ শিগগিরই ওটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গা যেমন গাইছিল - নে, নে, কুঁহক। পঙ্কজ মল্লিক প্রথমে কিছু না বুঝলেও রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে আরম্ভ করতেই নীতীন বসু এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেন। গান থামার সাথে সাথেই পঙ্কজ মল্লিককে জড়িয়ে ধরে বললেন, পেয়েছি রে পঙ্কজ পেয়েছি! এতদিনে বড় একটা সমসয়ার সমাধান হল। তোকে কী বলে অভিনন্দন জানাব ভাই। কী শুক্রণ্ণে না তুই তোর বাড়িতে এই রেকর্ডটার সঙ্গে গাইছিলি... বিরাট আইডিয়া যে তুই আমার মাথায় খেলিয়ে দিলি ভাই...। একটা যুগান্তর নিশ্চন্দ্র, ভাগ্যতীয় কিস্মে প্লে-ব্যাক প্রথার জনক হিসেবে অমরত্ব লাভ করলেন নীতীন বসু। আর গায়ক-অভিনেতা না হলেও চলবে। সুপ্ত গায়কের গান চলবে, গানের সঙ্গে কেবল নায়ক নায়িকা প্রয়োজনমত টোট মিলিয়ে নেবেন। প্লে-ব্যাক পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ হয় নীতীন বসুর ভাগ্যচক্র ছবিতে। হিন্দীতে ছবির নাম ধূপখাঁও। ছবিতে গানগুলি গানগুলো গেয়েছিলেন কিছু অ্যান্‌দো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। সেই যুগে নামী গায়িকদের দিয়ে গাইয়ে মেয়েদের টোট খেলাবার মহড়া হয় অনেকবার। যাদের কণ্ঠ এ-দেশের প্রথম প্লেব্যাক গায়িকার সম্মান দাবি করতে পারে তারা হলেন সুপ্রভা ঘোষ (স্নেহকার), শ্রীমতি পারুল চৌধুরী (ঘোষ), ও শ্রীমতি উমাশরী দেবী। প্লেব্যাক এক সময়ে বাংলার সিনেমায গুরুত্বপূর্ণ ভাবে অংশ গ্রহণ করতো। প্লেব্যাক নিঙ্গার ছিল বলে বাংলা সিনেমায় বিখ্যাত শিল্পীরা জনপ্রিয় হতে পেরেছিলেন। প্লেব্যাক নিঙ্গার না থাকলে বঙ্গুর সিনেমার কোন মনোঞ্জনটা একবাক্যে হারিয়ে যেত বলা যেতে পারে। সিনেমার দৃশ্যের সঙ্গে ভাল মিলিয়ে প্লেব্যাক সঙ্গীত বাজতো।

আশা ভৌসলে

কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী, পদ্মভূষণ আশা ভৌঁসলে জন্ম গ্রহণ করেন ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ সালে। বড় বোন লতা মঙ্গেশকরের হাত ধরে প্লে-ব্যাক সংগীত জীবনে প্রবেশ করেন আশা ১৯৪৩ সালে। প্রথম প্লে-ব্যাক করেন মাদারি ছবিতে। আর ১৯৪৮ সালে ‘চুনারিঘা’ ছবির গানের মধ্য দিয়ে হিন্দি চলচ্চিত্রের প্লে-ব্যাক জগতে পা রাখেন। তিনি প্রথম এককভাবে হিন্দি গানে কণ্ঠ দেন ১৯৪৯ সালে। ‘রাত কি রানী’ চলচ্চিত্রে কাজ করার সময় মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি গলাবাত্র ভৌঁসলেকে বিয়ে করেন। পরবর্তীকালে ভারতের প্রায় সব গীতিকার ও সুরকারের গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। তবে আশা আর রাহুল দেব বর্মণ (পঙ্কজ) জুটি অসংখ্য জনপ্রিয় সংগীত উপহার দিয়েছেন ভারতীয় সংগীত ধারায়। রাহুলের সুরে আশা যেন সংগীতের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন শ্রোতাদের সামনে। সংগীতের প্রেম দৃজনদের ব্যক্তিগত জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল। ১৯৮০ সালে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সন্তর বছরের সংগীত জীবনে তিনি এক হাজারেরও বেশি হিন্দি চলচ্চিত্রে প্লে-ব্যাক করেছেন। এজন্য ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস একাডেমি ২০০৯ সালে তাকে ‘মোস্ট রেকর্ডে আর্টিস্ট’ আখ্যায়িত করেছে। আর ২০১১ সালে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড তাকে বিশ্ব সংগীত ইতিহাস ‘মোস্ট রেকর্ডের আর্টিস্ট হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ভারত সরকার এই শিল্পীকে ২০০০ সালে ‘দাদা সাহেব ফালকে’ এবং ২০০৮ সালে ‘পদ্মবিভূষণ’ পদক প্রদান করে। জি বাংলা থেকে গৌরব সন্মাননা ২০১৪ পান। তাঁর গায়িকা জীবনকে খতিয়ে দেখলে চারটি সিনেমাকে চিহ্নিত করা যায় তার কেরিয়ারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ ছবিগুলো হলো নয়া দৌড় (১৯৫৭), তিসরি মঞ্জিল (১৯৬৬), উমরান জান (১৯৮১) এবং রঙ্গীলা (১৯৯৫)। তাঁর বাবা পণ্ডিত জীননাথ মুঙ্গেশকর ছিলেন একজন থিয়েটারকর্মী এবং ধ্রুপদী গানের সৌখিন শিল্পী। তাঁর দিদি বা বড় বোন হচ্ছেন তাঁর মতই অঙ্গেক জনপ্রিয় গায়িকা লতা মঙ্গেশকর। তিনি বহু সঙ্গীত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। ও পি নাইয়ার, খেয়াম রবি, শচিন দেব বর্মণ, রাহুল দেব বর্মন ও এ আর রহমান প্রমুখ। কিছু বাংলা গানে আশা ভৌঁসলে বাংলা সিনেমার জন্য বহু ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত গেয়েছেন। আশা ভৌঁসলের বাংলা আধুনিক গানের তালিকায় ফরিয়াদ গানগুলি উল্লেখযোগ্য আশা ভৌঁসলে সাতবার ফিল্মফেয়ার সেরা নেপথ্য গায়িকা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলভেন, জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন, কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একবাক্যে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে

বালেশ্বর দিবস ঃ বিপ্লবী বাঘা যতীন

রবীন্দ্রকুমার শীল
বালেশ্বর দিবস ঃ বাংলার বিপ্লবী
নায়ক বাঘা যতীন
(বালেশ্বর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে। বাংলার বিপ্লবী বাঘা যতীন তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সেই যুদ্ধে ইংরেজ পুলিশদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে লড়াই করে গিয়েছিলেন। গুরুতর আহত হয়ে বালেশ্বর হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫



সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁকে সম্মান দিতে উ পস্থিত ছিলেন কলকাতার পুলিশের কর্তা চার্লস টেগার্ট। এই পুলিশ কর্তা বাঘা যতীনকে শ্রদ্ধা করতেন। বালেশ্বর দিবসকে সম্মানে আজকের প্রতিবেদন)
ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করার নির্দেশকে কার্যকর করতে রাজপুত্র রেজিমেন্টের সেনা কর্তা মনসা সিং এর সঙ্গে ভাষ্যত সিং কথা বললেন ভারতে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে। মনসা সিং খিদিপুরে গিয়েছিলেন দুই বাঙালির সঙ্গে একটি ফাঁকা দোকানে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। সেখানে সেনা কর্তাকে জানানো হয় সে যেন পাঞ্জাবে গিয়ে সেখানকার সেনাদের অস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলেন। রাজপুত্র সেনাটি তাঁর উচ্চ পদস্থ সেনা কর্তাকে বিষয়টা জানালে একজন বিশ্বস্ত হাবিলদারকে তাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন আরও সংবাদ সংগ্রহ করতে। এদিকে সুন্দরবনে রায় মঙ্গলে অস্ত্র এলে সেই সব অস্ত্র হাতিয়া (সন্নীপ), কলকাতা এবং বালাসোরে আগু আসবে। হাতিয়ার অস্ত্রগুলি বিতরণ করা হবে ঢাকার অনুশীলন সমিতির সদস্য দের মধ্যে। কলকাতার অস্ত্রগুলি বিতরণ করা হবে উত্তর এবং দক্ষিণ বঙ্গে এবং বালাসোরের অস্ত্র বিতরণ

হানা দিল পুলিশ। গ্রেফতার হলেন হরি কুমার চক্রবর্তী সহ তাঁর ভাই এবং কর্মী। ১৫ আগস্ট নরেন ভট্টাচার্য পুনরায় চেষ্টা করেছিলেন বিপ্লবীদের অস্ত্র পাঠাতে। বিপ্লবীরা খুবই আশাবাদী ছিল যে তারা এবারে বড় ধরনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে পারবে। কিন্তু তা হল না। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখন বিপ্লবীদের কাছে সেরা নেতা হিসাবে চিহ্নিত। এদিকে পুলিশ খোঁজ পেয়ে গেল কান্তিপদাতে যতীন্দ্রনাথ গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে ‘ইউনিভার্সিয়াল এস্পেরিয়াম’ হানা দিলেন চার্লস টেগার্ট, ডেনহ্যাম এবং বার্ড সহ তাঁর পুলিশ বাহিনী। সেখানে তল্লাশির কাজ শুরু করতে কান্তিপদার অতি পরিচিত ‘গোপাল’ নামে এক ইন্সপেক্টর এবং দেওয়ান কান্তিপদার। ময়ূরভঞ্জের বিশেষ হচ্ছে স্থান কান্তিপদা। এখানে সামসুর আলমের হত্যাকারী নলিনী কান্ত কর গা ঢাকা দিয়েছিলেন। মাছলদিহাতে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং চিত্তপ্রিয় ১৯১৫ সালের মার্চ মাস থেকে আত্মগোপন করেছিলেন। নরেন এপ্রিল মাসে এবং জ্যোতিষ পাল আগস্ট ১৯১৫ সালে সেখানে গা ঢাকা দেন।

ভাই তরুণের চোখে দাদা উত্তমকুমার

স্নেহাশীষ দাস
উত্তমকুমার ও স্বর্ণপুণ্য। মহানায়ক এর ভাই তরুণকুমার এর কলমে মনে আছে একটা কারখানায় স্ট্রাইক চলছিল। আমরা সেই কারখানার গেটে অভিনয় করলাম। শ্রমিকেরা



তো মুন্ধ। সবাই জড়িয়ে ধরল শো শেষ হতে। আশুতোষ কলেজে যখন দুশ বছরের দলিল মঞ্চস্থ হল, ঋত্বিকদা দেখতে এসেছিলেন। দারুণ প্রশংসা ও করতেন। দাদাও দেখতে গিয়েছিল সেদিন। বাড়ি ফিরে তো দাদা বারবার বলল;এত ভাল প্রোডাকশন করা যায়! যেমন ভাল অভিনয় হয়েছে, তেমন মঞ্চ ব্যবহার। তোরা যেভাবে মঞ্চে আলো ব্যবহার করছিস তাও প্রশংসনীয়। ঋত্বিকদার প্রশংসা নিশ্চয়ই আমা দের উৎসাহিত করেছে। কিন্তু দাদার প্রশংসায় গর্ভে আমার বুক ফলে উঠেছিল। সিনেমার অভিনয় হোক বা মঞ্চের, দাদা ছিল আপস হীন। সেই দাদার মুখে প্রশংসা পাওয়ার অর্থ;নতুন কিছু নিশ্চয়ই করতে পেরেছি। বেশিদিন অবশ্য নবনাট্য আন্দোলন নিয়ে মাতামাতি করতে পারিনি। বুঝতে পারছিলাম পারিবারিক চাপ আসছে। বাবা-দাদার পক্ষ সংসা

নলিনীকান্ত কর ছিলেন ‘গোপাল’ নামে পরিচিত। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে রাতে বেলায় যতীন্দ্রনাথ হাতির ডাক শুনতে পেলো স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে যারা পুলিশকে ডাক বাংলোর দিকে এগিয়ে আসার সঙ্কেত দিচ্ছে। যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় এবং মনোরঞ্জন তাদিহার এর পথ ধরে সেই রাতেই যাত্রা শুরু করলেন। মনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে বালাসোর স্টেশনের দিকে রওনা দিলেন। সেটশনে উপস্থিত হয়েও সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হল। বৃড়ি বালামের তীরে উপস্থিত হলেন ক্রান্ত এবং অবসন্ন হয়ে ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে বিপ্লবীরা। ধামের লোকেরা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে পরিচয় জানার চেষ্টা করলে বিপ্লবীরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পিস্তল দেখিয়ে জড়ো হওয়া গ্রামবাসীদের ভয় দেখাতে থাকলেন। শূন্যের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়িয়ে। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাতেও ভয় পাননি। বিপ্লবীরা সেখান থেকে দ্রুত পা চালিয়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। সেই সময়ে একটি চাষ ক্ষেতে গিয়ে উ পস্থিত হল বিপ্লবীরা। সহকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর চিত্তামণি কর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন গ্রামবাসীর ডাকে সাড়া দিয়ে। পুলিশ থেকে খবর পেয়ে উপস্থিত হলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার রুথারফোর্ড সহ পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবাই তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন, “We have begged the five Bengalis we were after. About 2 or 2-30 this afternoon Khuda Box arrived at my Bunglow and told me that the five Bengalis had been spotted, that they had killed one villager and wounded another. We promptly got hold of some motor cars and proceeded the scene of action. Sergeant Rutherford of the Proof Department went with us.” ১৫ থকে ২০ মিনিট ধরে পিস্তলের লড়াই চলেছিল। পরে পুলিশ কর্তা ডেনহ্যাম সেখানে উপস্থিত হন। চিত্তপ্রিয় ঘটনাস্থলেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে গিয়ে মারা যান। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং জ্যোতিষ পাল গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এবং মনোরঞ্জনকে লকআপে বন্দি করা হয়। যতীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে এবং মনোরঞ্জন ও নরেন এর ফাঁসির আদেশ হয়। জ্যোতিষ পাল বহরমপুর জেলে পাগল হয়ে গিয়ে মারা যান। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি

হাসপাতালে মারা যাওয়ার আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন কলকাতা পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্তা চার্লস টেগার্ট। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন টেগার্ট প্রিয় ডেনহ্যাম। তিনি যতীনের কক্ষেপ্রবেশ করেননি।“The life’s mission of Jyotindra Nath was to see Bengalis fighting with arms with their enemies for the freedom of their soil, and his death in action put the divine seal on his mission. Great and magnificent in life, he appeared greater and more magnificent in death, standing out before his countrymen as the very symbol of the unconquerable spirit of youth” ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রামী মানুষ। সরকারি রেডক বলছে তিনি ছিলেন “one of the most dangerous anar ch ists”।তিনি জগন্ম গ্রহণ করেছিলেন নদিয়ার কয়া গ্রামে ৮ ডিসেম্বর ১৮৮০ সালে মাতুলালয়ে। ছোটবেলা কেটেছিল মামার বাড়িতে। তাঁর মামার নাম ছিল বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মামার বাড়ি ছিল কুষ্টিয়াতে। মামারা ছিলেন সেখানকার ধনী ব্যক্তি। জমিদার। মামার বাড়িতে বিশাল করে দুর্গা পূজা হতো। সেই পূজোর সয়ে তাঁর মামার বাড়িতে সমাজের বিশিষ্টজনের উপস্থিত থাকতেন। এবং গ্রামবাসীরা সেই পূজোয় অংশ গ্রহণ করতো। সেই সময়ে যেনব ছেলেদের সঙ্গে তিনি মিশেছিলেন। “It is regrettable to note that the name of the hero of Balassore fame who died fighting in 1915 continues to be mispelt even this day. In most of the articles and biographical sketches about him the readers finds that his name has been spelt as Jatindra Nath Mukherjee. This is absolutely incorrect. His real name was Jyotindranath Mukherjee. The memorial dated September 2, 1911 submitted by him to Hardinge, Viceroy of Governor General of India, contained his autograph signature revealing the above spelling. (Vide Home (Poll.) Deptt. Proceedings of the Government of India, September 1911, Nos. 124-125, Part B)।”

পেঁচাপেঁচির মন্দির রহস্য

নিত্যানন্দ সরকার
সকালে চলে গিয়েছিলাম কৃষ্ণ নগরে। কিছুদিন আগেই একটা জনপ্রিয় দৈনিকে একটা খবর আমার নজর কেড়েছিল। খবরটা পড়ার পর থেকেই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম যে আশাকে খুব শিগগিরই এখানে যেতে হবে। ঠিকানাটা নজর এঁই ছিল, কতেরপাড়া। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির খুব কাছেই এই পাড়া। এই পাড়াতেই আছে একটা বহু পুরনো মন্দির। এই মন্দিরে পূজিত হন লৌকিক দেবতা পাঁচু ঠাকুর। এই ঠাকুরের পূজো দেওয়ার পদ্ধতিও একটু অন্যরকম। এই পাঁচু ঠাকুর অঞ্চল ভেদে পঞ্চানন ঠাকুর নামেও পূজিত হন। এই পাঁচু ঠাকুর বা পঞ্চানন ঠাকুরকে, শিব ঠাকুরের একটা রূপ হিসেবে অনেকে মনে করেন। তবে এখানে যে পাঁচু ঠাকুরের মূর্তি দেখলাম, বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় ও চারপাশ গোপালের মূর্তি ও অন্যান্য খেলনায় বেজে থাকায় আসল মূর্তি টি ভালো করে দেখতেও পারলাম না, বুঝতেও পারলাম না। শনি মঙ্গলবার গভীর রাতে কাঁচা গোলা, কাঁচা দুধ আর গোটা ফল দিয়ে পাঁচু ঠাকুরকে পূজো দেওয়া হয়। ঠাকুরের সেবায়েত ছাড়া আর কাউকে সেখানে সেই সময় থাকতে দেওয়া হয় না।এই ঠাকুরকে ভোগে কাটা ফল দেওয়ার নিয়ম নেই। মন্দিরটি যে কবে তৈরি হয়েছিল তার সঠিক কোন তারিখ বা সাল পাওয়া যায়নি। তবে মন্দিরের গঠনশৈলী এবং তার নির্মাণকার্য ইত্যাদি দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে মন্দিরটির বয়স ২০০ বছর বা তার অপেক্ষাশে হতে পারে। মন্দিরের সামনে ত্রিখিলায়ুক্ত প্রবেশপথ। তার পর অলিঙ্গ। তার পর আবার ত্রিখিলায়ুক্ত গর্ভগৃহের প্রবেশ পথ। খিলানের পঙ্খের কাজ দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এখানে সেই কাজ খানিকটা অটুট রয়েছে। যদিও কালের নিয়মে সেই কাজ অনেকটাই খসে পড়েছে। মন্দিরের ছাদ ধসে গেছে অনেক আগেই। চারিদিকে দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গিয়ে দেয়ালের ইটের পাজির বেরিয়ে গেছে।পাতলা ইটের গড়ন দেখেও মন্দিরটির বয়স অনুমান করা যেতে পারে। মন্দিরের খিলানের থাম গুলি কলাগোছা রীতি অনুসারে নির্মিত। দেয়ালের বড়ো কুলুঙ্গিতেও রয়েছে নানা কারুকার্য। এগুলি হয় চুনসুড়কি অথবা পঙ্খের কাজ। যদিও এখন তার সৌন্দর্য অনেক স্নান হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে তার আসল রং। এক সময় এইসব কাজের জৌলুস যে চোখ ধাঁধানো ছিল তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। রোদ আর জলের প্রকোপে সেগুলো আজ কালকে রং ধারণ করেছে। মন্দিরটি যে খুব বড়

নীল লোহিতের দৃষ্টিতে কথ্য সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শঙ্করলাল কর্মকার
কবি, কথাসাহিত্যিক এবং সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ সালে। এখন অসুখ নেই, এখন অসুখ থেকে সেরে উঠে পরবর্তী অসুখের



জন্য বসে থাকা। এখন মাথার কাছে জানলা নেই, বুক ভরা দুই জানলা, শুধু শুকনো চোখ দিয়ে বিশ্রাম করে, কপালে জলপট্টির মতো ঠাণ্ডা হাত দু’রে সরে গেছে, আজ এই বিষম সকালবেলা আমার উত্থান নেই, আমি শুয়ে থাকি, সাড়ে দশটা বেজে যায়। (নীরা ও জীরো আওয়্যার)। তিনি নীললোহিত, সনাতন পাঠক ও নীল উপাধ্যায় ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। ১৯৫৩ সাল থেকে তিনি কৃষ্ণকান্দে বৈচিত্র্য কবিতা প্রতিবাসী নামে একটি কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ একা এবং কয়েকজন এবং ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম উপন্যাস আত্মপ্রকাশ প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হল আমি কী রকম ব্যান হয়ে গেছে। পাট্টির গোপন কাজগপন আগেই বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলেছিলাম। পুলিশ যখন বাড়িতে আসে আমি তখন বাড়িতেও ছিলাম না। বাড়ি ফিলে আমায় নিয়ে ইইচই শুরু হয়ে গেল। দাদা আমার আলাদা করে ডেকে

তা নয় কিন্তু তার সৌন্দর্য, অনেক কিছু হারিয়ে গিয়েও, এখনো যা আছে তা চমকে দেবার মতন। এক সময় সারাদিন এই মন্দিরের সদর দরজা খোলা থাকতো। চলতো ভক্তদের আনাগোনা সারাদিন ধরেই। বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসতো এই মন্দিরে। শুনলাম বাংলাদেশ থেকেও নাকি ভক্তরা আসতো এই মন্দিরে পূজো দিতে। কয়েক বছর আগেও নাকি বাংলা দেশের কুষ্টিয়া থেকে একজন ভক্ত এখানে এসেছিলেন। মধ্যপ্রদেশ থেকেও নাকি একজন ভক্ত কয়েক মাস আগে এসেছিলেন। আজ সেই কাঠের দরজা কমজোরি হয়ে পড়েছে। কালের প্রকোপে ক্ষয়ে গেছে কাঠের দরজার অনেক খায়াগা। তা দেখতেও খারাপ লাগে।

এই মন্দিরের বর্তমান সেবাহিত, যিনি গত ২৬ বছর ধরে এই দায়িত্ব সামলে চলেছেন, শ্রী গোকুল চন্দ্র দাসের মুখ থেকে শুনলাম এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা একদা কৃষ্ণ নগরের অধিবাসী রামপ্রসাদ নন্দন। এই বংশের শেষ প্রতিনিধি গৃহবধু রাধারানী নন্দন ২০১৮ সালে পরলোক গমন করেছেন। বর্তমানে এই বংশের আর কোন বংশধর নেই। এই মন্দিরের একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, এই মন্দিরে পাঁচু ঠাকুরের পূজো যারা দেন, তারা সন্তানের মঙ্গলকামনায় একটি করে গোপলের মূর্তি এই মন্দিরে দিয়ে যান। তার সাথে বাচ্চাদের নানান খেলনা, বুঝঝুঁমি, বার্লি ডল, কিচেন সেট, নানারকম কাঁচা, ও আরো নানান সামগ্রী এবং গোপালের নানা রকম পোশাক তারা এই মন্দিরে দিয়ে যান। গোকুললাবু দেখালেন তার ঘরে সেখানে পাঁচু ঠাকুরের মূর্তি রয়েছে, সেখানে পাচু ঠাকুরের মূর্তির চারিদিকে, প্রচুর গোপালের মূর্তি এবং বাচ্চাদের নানারকম খেলনা রয়েছে। ঘরের ওপরে তাকেও রয়েছে প্রচুর গোপালের মূর্তি। এমনকি বর্তমানে জীর্ণ ও পরিভ্রাজ পাঁচু ঠাকুরের কঙ্কালসার মন্দিরের গর্ভগৃহে রয়েছে গোপাল ঠাকুরের মূর্তি। একসময় এই মন্দিরে দুর্গাপূজো হতো খুব ধুমধাম করে। কিন্তু সেই পূজো বন্ধ হয়ে গেছে অনেক বছর আগেই। এই মন্দিরকে অনেকে চৌচৌ পেঁচির মন্দিরও বলে থাকেন। মন্দিরের বাইরের দিকে দেয়ালে একটা ব্যানার ও টাঙানো রয়েছে, তাতে লেখা আছে ঐতিহাসিক (হেরিটেজ) পাঁচু ঠাকুরের বাড়ি। তার নিচে বোঝা গেছে, পেঁচির বাড়ি ওপর বাড়ি বা ভূতের বাড়ি। এখানকার বিগ্রহ শ্রী গোপাল, প্রবেশের সময় বেলা ১১ টা। এই মন্দিরকে ঘিরে অনেক মিথ এবং অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এই মন্দিরে নাকি এক জোড়া পেঁচা পেঁচি বাস করে। যদিও তাদেরকে কেউ দেখতে পায় না। তাদের উপস্থিতিতে পূজো হয়।

শিক্ষক দিবসের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে রক্তাক্ত বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসের ভোজে ছাত্রদের বৈধব্যক মারের অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের! রক্তাক্তি কাণ্ড ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়ে! শিক্ষক দিবসের ভোজ থেকে ব্রাত্য ক্লাস টেন! এদিকে, ছাত্রেরে কলার ধরে ঘৃষির অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে! পাশ্চাৎ ছাত্রদের রোষের মুখে রক্তাক্ত জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষক দিবসের খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে স্কুলে। এদিকে আজকের দিনেও বাদ দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা। আজ বলে নয় অন্যান্য দিনেও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদেরও মিড ডে মিলের খাবার মেলে না তাদের এমনই অভিযোগ ছাত্রদের একাংশের। এদিকে শিক্ষক দিবসের আজ খাবার খেতে গেলে প্রধান শিক্ষকের হাতে সহপাঠী নিগৃহীত হওয়ার অভিযোগ। আর তার পাশ্চাৎ স্কেন্ডে নজিরবিহীন রণক্ষেত্রের রূপ নিল উত্তরবঙ্গের শতাব্দী প্রাচীন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল। ছাত্রদের এনেপাখাড়ি মারে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুই। পরে কতোয়ালি থানার পুলিশ এসে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করতে গেলে পুলিশের গাড়ি ঘিরেও দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় ছাত্ররা। ঘটনার সূত্রপাত শিক্ষক দিবসের আয়োজন

বাগিচা শ্রমিকদের জন্যে পুজো বোনাসের হার বৃদ্ধি রাজ্যের

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : উৎসবের মরসুমে রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের বাগিচা শ্রমিকদের জন্যে পুজো বোনাসের হার সুপারিশ করে অ্যডভাইজারি জারি করেছে। শ্রম দপ্তরের তরফে জারি করা এই অ্যডভাইজারি তে আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে শ্রমিকদের কুড়ি শতাংশ হারে এই বোনাস মিটিয়ে দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। মাসিক বেতনভোগী কর্মীদের বোনাস দেওয়ার সিংগি গত বছরের মত হবে বলে সুপারিশে উল্লেখ রয়েছে বলে নবায়ন সূত্রে জানা গেছে। তবে গতবছর বাগিচা দিগ্গাঞ্চিক বা ত্রিগ্গাঞ্চিক বৈধক ছাড়াই রাজ্য সরকার একই হারে বোনাস দেওয়ার কথা জানিয়ে অ্যডভাইজারি জারি করলেও অনেক চা বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সেই হারে বোনাস দেয়নি বলে জানা গেছে।

HDFC BANK		রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাগেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৬ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে	
We understand your world		রিটেল পোটফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিং টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমাগ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২	
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও বিক্রয়ের নোটিশ			
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড (“ব্যাঙ্ক”)–এর ঋণ/ভারগ্রাহ্য (সিকিউরিটিজের বিপরীতে) সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতারের একত্বারা স্বাক্ষরিত করা হয়েছে।			
ঋণ বা ঋণটির সুবিধা গ্রহণের শর্তাবলী অনুযায়ী ঋণগ্রহীতারের			



KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/XIII/115/01/26-27 (1st call)
Name of work : Arrangement for contractual labours and temporary vats for waste flowers etc. during immersion of idols of Durga Puja, Laxmi Puja, Kali Puja, Chhat Puja etc. at different immersion ghats near Br-XIII. Work Value : **Rs. 3,49,594.70.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **50 Days.** Last date of submission of bid: **16.09.2026 (up to 11 a.m.).** Tender will be opened on: **18.09.2026 (11 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 (from 5 p.m.)** from the website: <https://wbtenders.gov.in>

The Director General (Civil), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/22/004/2026-2027 (2nd call)
Name of work : Relaying of kerb & channel at Sovaram Basak Street and other places in Ward No.-22. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,64,986.18.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **35 Days.** Last date and time of submission of bid: **16.09.2026 - 11 a.m.** The tender will be opened on: **18.09.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 (5 p.m.)** from the website: <https://etender.wb.nic.in>

The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR/II/019/07/2026-2027 (2nd call)
Name of work : Repairing of I.P., paver block and channel at Sovabazar St., Ananda Khan Lane, Haradhol Lane and others in Ward No.-19. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,97,289.77.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR/II/019/06/2026-2027/UTTARAN (2nd call)
Name of work : Repairing of uttaran I.P., paver block surface at 127, 143/6, MD Road, 17, 10, Beniatola St., 6, Ramdhan Khan Lane, 18, 20 NB St., 5 NB Lane etc in Ward No.-19. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,54,631.22.** Earnest Money: **Rs. 3,100.00.** Period of Completion: **45 Days.**
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR/II/000/003/2026-2027
Name of the work : Annual maintenance works of plants & hedges including watering on existing elevated median strip at Sri Aurobinda Sarani from Khanna Crossing to Gourbari Lane Crossing under Borough-II (for one year). Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,00,249.79.** Earnest Money: **Rs. 4,100.00.** Period of Completion: **365 Days.**
4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR/II/018/04/2026-2027
Name of the work : Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No.-18, Br-II. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,80,000.00.** Earnest Money: **Rs. 7,600.00.** Period of Completion: **180 Days.**
5. NIT No. : KMC/EE(C)/BR/II/010/004/2026-2027
Name of the work : Providing and fixing MH cover, GP cover, CP cover, inspection PIT cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No.-10. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,45,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,900.00.** Period of Completion: **180 Days.**
6. NIT No. : KMC/EE(C)/BR/II/012/008/2026-2027
Name of the work : Providing and fixing MH cover, GP cover, CP cover, inspection PIT cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No.-12. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,40,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,800.00.** Period of Completion: **180 Days.** Last date and time of submission of bid: **16.09.2026 up to 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 6). Bid will be opened on: **18.09.2026 at 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 at 5 p.m.** (for sl. no. 1 to 6). The website: <https://wbtenders.gov.in> (for sl. no. 1 to 6).

The Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE-III/32/10/26-27
Name of work : Repairing of footpath at 3, 4 Bidhan Sisu Sarani and their adjacent areas in Ward No.-32. Estimated Cost: **Rs. 4,81,459.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **18.09.2026 up to 12 noon.** Date and time of opening of tender: **21.09.2026 after 12 noon.**
2. NIT No. : KMC/EE-III/34/16/26-27 (1st Call)
Name of work : Repairing of paver block footpath from 133 to 162 Dr. S.C. Banerjee Road & other ancillary works in Ward 34 disturbed & undulated due to natural wear & tear. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,54,822.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**
3. NIT No. : KMC/EE-III/034/14/26-27 (1st Call)
Name of work : Repairing of footpath at 113 to 128 Dr. S.C. Banerjee Road & other ancillary works in Ward 34 disturbed & undulated due to natural wear & tear. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,63,618.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**
4. NIT No. : KMC/EE-III/34/10/26-27 (1st Call)
Name of work : Restoration of road surface by hot asphalt mix at 18, 21 Barwaritala Road, 112F Dr. S.C. Banerjee Road, 4/H/6 G. S. Road, 29C K. Sircar Lane, 4C K. B. Lane, 4/30 Rashmoni Bazar Road and different location in Ward No. 034 disturbed by CESC. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,88,255.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last date and time of submission of bid: **16.09.2026 up to 12 noon** (for Sl. No. 2 to 4). Date and time of opening of bid: **18.09.2026 after 12 noon** (for Sl. No. 2 to 4). The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 4). The website : <https://wbtenders.gov.in> (for Sl.No. 1) and <https://etender.wb.nic.in> (for sl. no. 2 to 4).

The Executive Engineer (Civil), Br-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:-
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/10/2026-2027
Name of work : Restoration of I.P.S footpath at N.S. Road (Eastern Side), etc in Ward No.-045. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,91,537.48.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **28 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/043/05/2026-2027
Name of work : Repairing of footpath at 22, Rabindra Sarani etc in Ward No.-43. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,96,133.88.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **28 Days.**
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/01/2026-2027
Name of work : Repairing of restoration of concrete road surface at 3 Portuguese Church St, surrounding areas and other different places in Ward No.-042. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,69,745.63.** Earnest Money: **Rs. 5,400.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of bid: **19.09.2026 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3). Date and time of opening of tender: **21.09.2026 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3).
4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-V/037/03/2026-2027/UTTARAN (2nd Call)
Name of work : Repairing of uttaran passages at 12/4, 12/4/H/18, 12K, 13 Patwar Bagan Lane and adjacent uttaran area in Ward No.-37, under Borough-V. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,96,243.14.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
5. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-V/036/05/2026-2027/UTTARAN (2nd Call)
Name of work : Repairing of uttaran privies at B7/H/3 Dr. M. N. Chatterjee Sarani, 11/1/H/8 Harshi Street and

surrounding uttaran areas in Ward No.-36. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,85,673.49.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**
7. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-V/040/09/2026-2027
Name of work : Restoration of kerb and channel stone at Sita Ram Ghosh Street and adjacent area including painting in Ward 40 under Borough-V. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,94,883.36.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**
8. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-V/037/06/2026-2027 (2nd Call)
Name of work : Repairing of passages and footpath at 166/70 K. C Sen Street, 5, Chakku Khansama Ln and other different areas in Ward No. 037, under Borough-V. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,48,972.97.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **22.09.2026 - 11 a.m.** (for sl. no. 4 to 8). Date and time of opening of tender: **24.09.2026 - 11 a.m.** (for sl. no. 4 to 8). The bid forms and other details are available on and from **09.09.2026 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 3) and **10.09.2026 (5 p.m.)** (for sl. no. 4 to 8). The website: <https://etender.wb.nic.in> (for sl. no. 1 to 8).

The Executive Engineer (Civil), Br-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/06/2026-2027/UTTARAN
Name of work : Maintenance of uttaran/slum sewer line at 114, 238, 300 K.G. Rd., 51B, Gurupada Haldar Road, 9/3B Kali Lane etc in WD-083. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,97,326.63.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/04/2026-2027/UTTARAN
Name of work : Repairs to uttaran passages at 128 M.L.N Rd, 33B M.P Rd, 16/2 Dover Terrace etc in Ward No.-085. Estimated Cost (

আইপিএলের আগামী মরশুমে কেকেআরের ক্যাপ্টেন রিঙ্কু?

লখনউ, ৮ সেপ্টেম্বরঃ আরও জোরালো হল আগামী সিজনে কেকেআর দলের অধিনায়কত্বের দাবি। গতকাল, রবিবার লখনৌয়ের একানা স্টেডিয়ামে আয়োজিত ইউপি টি২০ লিগ ২০২৬-এর ফাইনালে ভুবনেশ্বর কুমারের লখনউ ফ্যালকন্সকে ৯৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জিতল রিঙ্কু সিংয়ের মেরঠ ম্যাডেরিগ্ল। এই দুর্দান্ত ট্রফি জয়ের মাধ্যমে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সম্ভাব্য পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে নিজের দাবি আরও জোরালো করলেন ভারতের এই মারকুটে বাঁ হাতি ব্যাটার। আসন্ন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের টি২০ আন্তর্জাতিক সিরিজের ভারতীয় দল থেকে সম্প্রতি বাদ প্যাছেন অলিগারে এই মিতল অর্ডার ব্যাটার। তবে জাতীয় দল থেকে ছিটকে যাওয়ার হতাশা কাটিয়ে মেরঠ ম্যাডেরিকসকে চ্যাম্পিয়ন করলেন তিনি। যদিও, ফাইনালে ব্যাট হাতে খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি রিঙ্কু। পাঁচ নম্বরে নেমে মাত্র ২ বলে ১ রান



করেই আউট হন তিনি। তবে ক্যাপ্টেন বার্থ হলেও ওপেনার দিয়াংশ জোয়ারি বিধ্বংসী ইনিংসে ডর করে রানের পাহাড় ভরে মেরঠ। অধিনায়ক বার্থ হলেও ৪০ বলে ১০৫ রানের একটি দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন দিয়াংশ। তাঁর ব্যাটে ভর করেই নির্ধারিত ২০ ওভারে ২০৬৭ তোলে মেরঠ। ২০৪ রানের জবাবে ব্যাটে নেমে শুরু থেকেই বিপর্যয় মোকাবিলা করতে হয় ভুবনেশ্বর কুমারের দলকে, যদিও এতে শেষ রক্ষা হয়নি। মাত্র ১৬ ওভারে ১০৯ রাতেই গুটিয়ে যায় ভুবনেশ্বরের দল। এরপর থেকেই আরও জোরালো হচ্ছে রিঙ্কুর কেকেআরের ক্যাপ্টেন হওয়ার দাবি। গত আইপিএলে কেকেআরের উইস ক্যাপ্টেন ছিলেন রিঙ্কু। তবে ভারতের প্রাক্তন টেস্ট ক্যাপ্টেন রাহানে অবসর নেওয়ার পর থেকে কাকে ক্যাপ্টেন করা হবে, এই চিন্তায় ভুগছে কেকেআর। এবার মনে হচ্ছে, হয়ত রিঙ্কু একটি আদর্শ বিকল্প হতে পারেন। ২০১৮ সালে অভিষেক হওয়ার পর থেকেই কলকাতার হয়ে খেলেছেন রিঙ্কু। অগাচার ৭৬ ম্যাচে করছেন ১৩৯৪ রান। তাই যদি রিঙ্কু সিং দলের ক্যাপ্টেন হন, তাহলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় একটি সুবিধা পাবেন রিঙ্কু, এমনই মত ক্রিকেটমহলে।

২০২৭ বিশ্বকাপে রোহিত-কোহলি থাকবেন?

এখনই সিদ্ধান্তে নারাজ নেহরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনও এক বছরেরও বেশি সময় বাকি। ফলে ভারতের ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপ দলে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির জায়গা নিশ্চিত কি না, সেটা নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য আশিস নেহরা মনে করছেন, এখনই রোহিত এবং কোহলিকে নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে ভাঁচ্ছে যাওয়া খুবই তাড়াতাড়ির হবে। নেহরার মতে, বিশ্বকাপের আগে এখনও প্রায় ১২-১৩ মাস সময় রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ক্রিকেটে অনেক কিছুই বদলে যেতে পারে। কলকাতায় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের বার্ষিক পুরস্কার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে নেহরা বলেন, “এটা এখনও অনেক দূরের ব্যাপার। ১২-১৩ মাস বাকি। ভারতীয় ক্রিকেট তো বটেই, যেকোনও খেলাতেই আমরা দেখছি দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যেও পরিস্থিতি বদলে যায়। ওরা যদি ভাল খেলে, পারফর্ম করে, তাহলে কেন নয়?” রোহিত এবং কোহলির মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে সহজ হবে না, সেটিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন নেহরা। তার মতে, বিষয়টি

শুধুমাত্র ভারতীয় দলের অধিনায়ক শুভমন গিল বা প্রধান কোচ দৌতম গম্ভীরের হাতে থাকবে না। নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকাও এখানে



অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেহরা বলেন, “এই দুই ক্রিকেটারকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া কোনও কোচ বা অধিনায়কের জন্যই সহজ হবে না। আমি যদি কোচ হতাম, তাহলে কি একা আমার সিদ্ধান্তেই সবকিছু

অতীত সাফল্য নিয়েও নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন নেহরা। তিনি বলেন, “আমরা সবাই জানি ওরা অতীতে কী করেছে। সেটা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। এখনও ১৩

হাজার হাজার ডলার বকেয়া, জুটেছে শুধুই অপমান! পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে তুলোধোনা গিলেসপির

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ৮ সেপ্টেম্বরঃ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এক অনন্ত সার্কাস। রোজই নতুন খেলা। এবার সেই সার্কাসের রিংমাস্টারদের মুম্বাই টেনে ছিঁড়লেন দলেরই প্রাক্তন টেস্ট কোচ জেসন গিলেসপি। কাঠগড়ায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এবং বর্তমান ডিরেক্টর অফ হাই পারফরম্যান্স আকিব জাভেদ। গিলেসপির অভিযোগ গুরুতর। চরম অপমান, দল পরিচালনায় একনায়কতন্ত্র এবং সর্বোপরি বকেয়া অর্থ না মেটানো। অস্ট্রেলীয় কিংবদন্তির কথায় স্পষ্ট, পাক ক্রিকেটের অন্দরের অবস্থা এখন আক্ষরিক অর্থেই তথ্যেবা। পাক ক্রিকেটে যখন টালমাটাল অবস্থা, ঠিক তখনই লাল বলের ক্রিকেটে দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন গিলেসপি। স্বপ্ন ছিল পাক দলকে পুরনো গৌরবে ফেরানো। কিন্তু পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি আচমকই আকিব জাভেদকে প্রধান নির্বাচক পদে বসান। আর সেখান থেকেই শুরু যাবতীয় সমস্যার। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গিলেসপি সাফ জানিয়েছেন, “জাভেদের নিয়োগই পুরো পরিস্থিতিটা বদলে দেয়। এই মুহূর্ত থেকে পাকিস্তান ক্রিকেটের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা পুরোপুরি পাশ্টে গিয়েছিল। আকিব এসে সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। আমার মনে হয়েছিল, ও একাই সবকিছুর হর্তাকর্তা।” দলের খোলনলচে বদলাতে এসে নিজেই কীভাবে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন, সেই আক্ষেপও শোনা গেল গিলেসপির গলায়। দাবি, তাঁর দায়িত্ব কর্বাত কেড়ে নেওয়া হয়। ক্ষুব্ধ অজি পেসারের মন্তব্য, “টেস্ট দলের দেখাশোনা করা, খেলোয়াড়



অভিজ্ঞতাটা আমাকে হতাশ করেছে এবং কোচিংয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। মানসিকভাবে আমি এতটাই ভেঙে পড়েছিলাম, যে খেলার সঙ্গে আর যুক্ত থাকতে চাই কি না, তা নিয়েও নিজের মনে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল।” পিসিবি যে ভাঁড়ে মা ভবানী, তা গিলেসপির কথাত্তেই স্পষ্ট। তিনি জানিয়েছেন, এখনও প্রচুর পারিশ্রমিক বকেয়া রেখেছে বোর্ড। তাঁর কথায়, “পিসিবি এখনও আমার হাজার হাজার ডলার ধারে রয়েছে। কিন্তু আমি কখনওই ওদের হ্যাঁ-তে

হ্যাঁ মেলানো লোক ছিলাম না। নিজের নীতি নিয়ে কখনও আপস করিনি, আর এখনও করব না।” গিলেসপির আরও সংযোজন, “আমি চূপচাপ থেকে, সব কিছুতে মাথা নেড়ে নিজের বেতনটা পরকেট পুরতে পারতাম। কিন্তু আমি তেমন মানুস নই। আমার মনে একটা ধারণা ছিলই যে, দু-এক মাসের মধ্যে আমাকে এমনিতেও বরখাস্ত করা হবে।” আকিব জাভেদের বিরুদ্ধে পেছন থেকে ছুরি মারার গুরুতর অভিযোগও এনেছেন গিলেসপি। তাঁকে যে চরম অসম্মান করা হয়েছে, সে কথাও গোপন করেননি। গিলেসপির স্পষ্ট বক্তব্য, “আমাকে চূড়ান্ত অপমান এবং অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। আর এর জন্য আমি সরাসরি আকিব জাভেদকেই দায়ী করছি। আমাদের প্রথম বৈঠকেই ও এমন একটা ভার দেখিয়েছিল, যেন ও-ই আসল বস।” এরপরই আকিবের একনায়কতন্ত্র নিয়ে তোপ দেগে গিলেসপি বলেন, “আকিবের কাজে কোনও সহযোগিতার মনোভাব ছিল না। চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে ও যা খুশি করার ছাড়পত্র পেয়েছিল। ও কারও মতামতের তেয়াক্কাত করে না। এটা ওর নিজস্ব রাজত্ব।” পাক দলের ভবিষ্যৎ নিয়েও চরম হতাশ এই প্রাক্তন কোচ। তাঁর মতে, চেয়ারে বসে কর্তার অধিনায়ক বাছছেন, যা এক চূড়ান্ত প্রহসন। গিলেসপির কড়া ভবিষ্যদ্বাণী, “আকিবই আসল সমস্যা। যতদিন ও ওই পদে থাকবে, পাকিস্তান ক্রিকেটে পিছনের দিকেই হাঁটবে।” সব মিলিয়ে পাক ক্রিকেটের কঙ্কালসার চেহারাটা ফের একবার গোটা বিশ্বের সামনে বেআক্র হয়ে গেল।

অবিশ্বাস্য! সিয়নতেককে হারিয়ে দিলেন কিয়নওয়েন

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক সিটি, ৮ সেপ্টেম্বরঃ আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষে অদৃশ্য বার্তাটা সবাই বুঝে নিলেন। ঝেং কিনওয়েনের বিপক্ষে কোনোভাবেই ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা যাবে না। এর চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না! মেয়েদের এককে তৃতীয় রাউন্ডে এ শিক্ষাই পেয়েছেন ম্যাডিসন কিস। চূড়ান্ত সেটে কিনওয়েনের বিপক্ষে ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে টানা সাতটি গেম জিতে ম্যাচ বের করে নেন প্যারিস অলিম্পিকের এই সোনাজয়ী। গতকাল রাতে একই শিক্ষাই পেলেন ছবাবরের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন ইগা সিওনতেক। অষ্টম বাছাই পোলিশ তারকা ঝেংয়ের বিপক্ষে প্রথম সেটে ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু তারপর যেন ভোজবাজির মতো পাস্টে গেল সবকিছু। পরবর্তী ১৬ গেমের মধ্যে ১৩টি জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে ইয়েলেনা রিবাকিনার মুখোমুখি হওয়া নিশ্চিত করেন ঝেং। টানা দুই ম্যাচে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর পথে সিওনতেকের বিপক্ষে ঝেং জিতেছেন সরাসরি সেটে (৭-৫, ৬-৩)। মেয়েদের চতুর্থ রাউন্ডে অন্য ম্যাচে চারবারের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকাকে ৬-১, ৬-৪ গেমের হারিয়ে শেষ আটে ওঠেন র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় রিবাকিনা। এ বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনজয়ী কাজাখস্তানের এই তারকা ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, শেষ চারে ওঠার লড়াইয়ে ঝেংয়ের বিপক্ষে আর যা-ই হোক কোনো সেটেই ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা যাবে না। কারণ, এই একই স্কোরলাইন থেকে ম্যাচ শেষে আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় জল টলমল করছিল সিওনতেকের চোখে। দুই বছর আগে প্যারিস অলিম্পিকের ফাইনালেও ঝেংয়ের সঙ্গে পারেননি, পারলেন না ইউএস

ওপেনেও। ২০২১ সালের পর এই প্রথম কোনো গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফি ছাড়াই বছর শেষ করতে যাচ্ছেন সিওনতেক। প্রথম কোয়ালিফায়ার হিসেবে গ্র্যান্ড স্লামে তাকে হারানোর পর ঝেংয়ের উপলব্ধি, “শনিবারে মতো আজও ০-৫ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোটা কেবল ভাগ্যের জোর হতে পারে না। আমি শুধু পয়েন্ট ধরে ধরে খেলেছি।” ঝেং জানান, প্রতিটি পয়েন্ট ধরে খেলার পথে র‍্যালিতে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে স্কোরলাইনের হিসাব ভুলে

উদীয়মান তারকা ইভা জোভিচকে হারিয়ে শেষ আট নিশ্চিত করেন তিনি। চতুর্থ বাছাই গফ ৮০ মিনিটের লড়াইয়ে ৬-১, ৬-৪ গেমের হারান ১৮ বছর বয়সী জোভিচকে। কোয়ার্টার ফাইনালে গফের মুখোমুখি হবেন ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন ও ৫ নম্বর বাছাই রাশিয়ার মিররা আন্দ্রেভা। আনাস্তাসিয়া পোটাপোভাকে ৫-৭, ৬-৪, ৬-৩ গেমের হারিয়ে শেষ ম্যাচে ওঠেন আন্দ্রেভা। পুরুষদের আর্জেণ্টিনার ফ্রান্সিসকো



গিয়েছিলেন। গত বছর কনুইয়ের অস্ট্রেপ্যাডের পর র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২১ নম্বরে নেমে যাওয়া চিনের এই তারকা ২০২১ সালে এনা র‍্যান্ডকানুর পর প্রথম কোয়ালিফায়ার হিসেবে ইউএস ওপেনের শেষ আটে উঠলেন। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে রিবাকিনা তার বিপক্ষে জিতলে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষেও উঠবেন রাশিয়ার জন্ম নেওয়া এই কাজাখ তারকা। অন্যদিকে তিন বছর আগে ট্রফি জয়ের পর ইউএস ওপেনে এবারই প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন ২২ বছর বয়সী কোকো গফ। সোমবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের

সেরুন্দোলোকে হারিয়ে বেলজিয়ামের প্রথম পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন অলেক্সান্ডার ব্লগ্ন। অভিষেক আসরে ২৮ নম্বর বাছাই হিসেবে খেলতে আসা ২১ বছর বয়সী ব্লগ্ন ৬-৩, ৪-৬, ৭-৫, ৭-৫ গেমের ২৪ নম্বর বাছাই সেরুন্দোলোকে হারান। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ পাঁচ সেটের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ১৪ নম্বর বাছাই লার্নার টিয়েনকে (৭-৫, ৪-৬, ৬-৭ (৬৮), ৬-১, ৬-৪) হারানো রুশ তারকা কারেন খাচানোভ।

এবার খোনির পথে বৈভবও

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ৮ সেপ্টেম্বরঃ বয়স মাত্র ১৫। কিন্তু মাঠে তাঁর ক্রিকেটায় বুদ্ধিমত্তা ক্রমেই নজর কাড়ছে। দলীপ ট্রফির ফাইনালে ফের সেই প্রমাণ দিলেন পূর্বাঞ্চলের তরুণ ক্রিকেটার ঝৈভব সূর্যধংশী। তাঁর জোরাজুরিতেই রিকি উইয়ের বিরুদ্ধে রিভিউ নেন অধিনায়ক ঈশান কিয়াণ। আন্টাএজে ধরা পড়ে ব্যাটে বলের স্পষ্ট স্পাইক। ফলে আন্সপায়ারের সিদ্ধান্ত পছন্দে আউট হন উই। ফাইনালে প্রথম ইনিংসে পূর্বাঞ্চলের ৭০৮ রানের পাহাড়ে সামনে এমনিভাবে ঝৈভব দক্ষিণাঞ্চল। ষষ্ঠ ওভারে মুকেশ কুমারের বলে উইয়ের বিরুদ্ধে ক্যাচের আবেদন ওঠে। কিন্তু মাঠের আন্সপায়ার আউট দেননি। স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা ঝৈভব

অবশ্য নিশ্চিত ছিলেন যে বল ব্যাটে লেগেছে। তিনি অধিনায়ক ঈশানকে বারবার রিভিউ নেওয়ার জন্য বলতে থাকেন। স্টাম্প মাইক্রোফোনে শোনা যায়, ঝৈভব বলছেন, নাও, নাও। শেষ পর্যন্ত তরুণ সতীর্থের উপর আস্থা রেখে রিভিউ নেন ঈশান। আন্টাএজে স্পষ্ট স্পাইক ধরা পড়ায় সিদ্ধান্ত বদলে যায়। মধ্যাঞ্চলের

বিরুদ্ধে ম্যাচে আঙুলের চোটের কারণে ঈশান মাঠ ছাড়লে কিছু সময়ের জন্য নেতৃত্বের দায়িত্বও সামলান তিনি। সেই মতো মুকেশ কুমারের উৎসাহে আরিয়ান জুয়ালের বিরুদ্ধে ক্যাচের আবেদন নিয়ে রিভিউ নেন ঝৈভব। সেখানেও আন্টাএজে ব্যাটে বলের স্পর্শ নিশ্চিত হয়।



সার্বিয়ার ডার্বিতে ‘গণহত্যাকারী’কে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিরাট ব্যানার, বইছে নিন্দার ঝড়

নিজস্ব প্রতিনিধি

ফুটবল মানেই উৎসব। কিন্তু সার্বিয়ার ফুটবলে সেই উসর্বই এখন কালিমালিগ্ধ। রবিবার বেলগ্রেডের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ডার্বিতে মুমোমুখি হয়েছিল ক্রভেনা জেজুদা এবং পার্টিজান। কিন্তু মাঠের লড়াই ছাপিয়ে শিরোনামে উঠে এল গ্যালারির এক বিতর্কিত ঘটনা। সদাপ্রয়াত যুদ্ধাপরাধী রাতকো ম্লাদিচকে শ্রদ্ধা জানাল ক্রভেনা জেজুদার সমর্থকরা। বলকান অঞ্চলের অন্যতম সফল ক্লাব, ১৯৯১ সালের ইউরোপিয়ান কাপ-জয়ী এই দলের গ্যালারিতে দেখা গেল ম্লাদিচের বিশালাকার টিফো। ম্যাচ শুরুর আগে পালিত হল নীরবতাও। ‘বসনিয়ার কসাই’ নামে পরিচিত ম্লাদিচ। বলকান যুদ্ধের সময় গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করছিলেন। গত মাসে নেদারল্যান্ডসের হেগে জাতিসংঘের বিদিশালায় ৮৪ বছর বয়সে মারা যান সোমবার বেলগ্রেডে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। হাজার হাজার সার্বিয়ান নাগরিক পথে নামেন। ১৯৯৫ সালে বসনিয়ার

স্ট্রেব্রেনিকায় তাঁর নির্দেশেই ভয়াবহ গণহত্যা হয়েছিল। ৮ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করে গণকবরে পুঁতে ফেলা হয়, যাদের বেশিরভাগই

স্ট্রেব্রেনিকায় মুসলিম শরণার্থীদের গুপ্ত গণহত্যার নির্দেশেরই ইঙ্গিতবাহী। আচর্যের বিষয়, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পার্টিজানের

হয়। সোমবার ম্লাদিচের সেনাটুপির একটি ছবিও পোস্ট করে তারা। ক্রভেনা জেজুদা এবং পার্টিজান, উভয় দলের সঙ্গেই সার্বিয়ার



ছিলেন পুরুষ ও কিশোরী। এক দশক গা ঢাকা দেওয়ার পর ২০১১ সালে ম্লাদিচ ধরা পড়েন। রবিবারের ম্যাচে ক্রভেনা জেজুদার গ্যালারিতে সার্বিয়ার পতাকার পটভূমিতে ম্লাদিচের ছবি তুলে ধরা হয়। ছবির নিচে লেখা ‘ডাইরেকশন পোটোকোরি’। এটি ১৯৯৫ সালে

সমর্থকদের সঙ্গেও এদিন এক অদ্ভুত মিল দেখা যায়। দুই দলের সমর্থকরাই মিলে ম্লাদিচের নামে স্লোগান ছুড়তে থাকে। ২-১ গোলে জেতে ক্রভেনা। শুধু গ্যালারি নয়, ক্লাবের অফিশিয়াল এন্ড হ্যান্ডেল থেকেও নীরবতা পালনের ভিডিও পোস্ট করে স্যান্টুই ইমেজি দেওয়া

সামরিক বাহিনীর যোগসূত্র স্পষ্ট। ক্রভেনা জেজুদার রাজকো মিতিচ স্টেডিয়ামের ঠিক বাইরেই, তাদের কুখ্যাত আলট্রাস গোষ্ঠী ‘দেলিজে’-র প্রবেশপথের সামনে একটি ট্যাক স্থায়ীভাবে রাখা আছে। এদিকে ম্লাদিচের মৃত্যুর পর তাঁকে মহিমাযিত না করার জন্য আন্তর্জাতিক মহল

থেকে বারবার আবেদন জানানো হয়েছে। মার্কিন সেনেটররা যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ম্লাদিচকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা অত্যন্ত ‘উদ্বেগজনক’। গত ২৭ আগস্ট ম্লাদিচের মৃত্যুর দিন ইউরোপা লিগের কোয়ালিফায়ারে চেক ক্লাব ভিক্টোরিয়া প্লজেনের বিরুদ্ধে ম্যাচেও ব্যানার বুলিয়েছিল ক্রভেনা জেজুদার ভক্তরা। ব্যানারে লেখা, ‘জেনারেল, আপনার অনন্ত গৌরব এবং ধন্যবাদ।’ উয়েফা এরপক কড়া পদক্ষেপ নেয়। ক্লাবের ৯৮,২৫০ ইউরো জরিমানা এবং আগামী ১৫ অক্টোবর লুগানোর বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে তাদের টিকিট বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তবে রবিবারের ঘটনাটি ঘরোয়া লিগের হওয়ায় উয়েফার সরাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। দায় বর্তায় সার্বিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উপর। এদিকে স্ট্রেব্রেনিকা মেমোরিয়াল সেন্টার এই ঘটনার কড়া নিন্দা করেছে। তাদের মতে, “যে ক্লাব গণহত্যার দায়ে সাজাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে তাদের অফিশিয়াল চ্যান্ডলে মহিমাযিত করে, তারা ভক্তদের আচরণের দোহাই দিয়ে পার পেতে পারে না।”

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • দশম সংখ্যা • ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

পাঁচটি রোগের সাতকাহন

- রোবোটিক সার্জারি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত
- ক্যানসার চিকিৎসায় রেডিয়েশনের ভূমিকা
- জরায়ুমুখের ক্যানসারঃ সচেতনতাই প্রধান রক্ষাকবচ
- কোলোরেক্টাল ক্যানসার আরোগ্যের চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়
- প্যান্ডোইনটেস্টাইনাল ক্যানসারে রোবোটিক সার্জারি
- ক্যানসারের পরের জীবন
- “হার্ট অ্যাটাককে প্রতিরোধ”
- মানসিক চাপ
- হাঁটুর ব্যথা
- ডায়াবেটিস
- নিদ্রারের অসুখ
- টাইফয়েড

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন